



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 728 - 736

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাদর্শন : ‘কথামৃত’ থেকে অন্তর্দৃষ্টি

ড. রুদ্রপ্রসাদ সাহা

সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

মুরলীধর গার্লস কলেজ

Email ID: dr.rudraprasadsaha@gmail.com



Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Sri Ramakrishna,
Kathamrita,
education,
devotion,
morality,
tolerance,
pedagogy, Bengal
Renaissance.

Abstract

Sri Ramakrishna Paramahansa (1836–1886), one of the most influential spiritual teachers of nineteenth-century Bengal, occupies a unique position in the history of Indian thought. His teachings, preserved in Mahendranath Gupta's *Śrīśrī Rāmakṛṣṇa Kathāmṛta* (1883–1897), transcend narrow sectarianism and offer a holistic approach to life, ethics, devotion, and education. While not a conventional educationist, his philosophy embodies a pedagogy rooted in simplicity, direct experience, and universal acceptance of truth. His educational thought was not institutional but spiritual, moral, and human-centered, laying the foundation for character-building and value-oriented learning.

This essay seeks to explore the educational philosophy of Sri Ramakrishna with special reference to the Kathamrita. It will analyze his views on the purpose of education, moral development, devotion, social service, and religious tolerance. Furthermore, it will show how his method of teaching—through parables, analogies, and experiential wisdom—provides a model for meaningful pedagogy in contemporary times.

Discussion

ভূমিকা : শিক্ষা মানুষের জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান উপায়। কেবল তথ্য বা বিদ্যার সঞ্চয় নয়, শিক্ষা মানুষকে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে এবং তার চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় শিক্ষা বরাবরই নৈতিকতা, ভক্তি ও মানবকল্যাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাচিন্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা কেবল কোনো দার্শনিক আলোচনার ফল নয়, বরং ছিল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও জীবনদর্শনের পরিণতি।

উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজ ছিল নানা সংকটে জর্জরিত— অশিক্ষা, কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় সংঘাত এবং ঔপনিবেশিক প্রভাব। এই সময়ে রামকৃষ্ণের শিক্ষা মানুষের সামনে নতুন দিশা এনে দেয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে শিক্ষা মানে কেবল ইংরেজি বিদ্যা বা পাশ্চাত্য জ্ঞান নয়; বরং শিক্ষা হবে এমন এক প্রক্রিয়া যা মানুষকে সত্য, প্রেম,

দয়া এবং ঈশ্বরানুভবের পথে নিয়ে যাবে। কথামৃত গ্রন্থে তিনি বারবার বলেছেন যে ভগবানের ভক্তি ছাড়া বিদ্যা নিরর্থক। তাঁর শিক্ষা ছিল সহজ, সরল, জীবনঘনিষ্ঠ এবং সকলের জন্য বোধগম্য।

রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর সার্বজনীনতা। তিনি “যত মত, তত পথ” নীতিতে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ, শিক্ষা ও ধর্মের লক্ষ্য এক হলেও, তার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমাজ সেবাকে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখেছিলেন।

আজকের বিশ্বায়িত সমাজে শিক্ষা ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক ও পেশাভিত্তিক হয়ে উঠছে। এর ফলে নৈতিকতা, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রায়শই উপেক্ষিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত শিক্ষা হল মানুষকে ‘ভালো মানুষ’ করে তোলা। তাঁর শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমাজসেবা এবং ভক্তির সমন্বয় ঘটায়।

তাই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা কেবল উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আজকের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এক আশ্চর্য সাযুজ্য তৈরি করে। তাঁর চিন্তা আমাদের শিক্ষা-দর্শনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য চিরন্তন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন ও শিক্ষার প্রেক্ষাপট : শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা বোঝার জন্য তাঁর জীবন ও সময়কালকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৩৬ সালে কামারপুকুর গ্রামে। গ্রামীণ পরিবেশ, সরলতা ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে তাঁর শৈশব কেটেছিল। এর ফলে তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা, সরল ভাষা ও সহজ উদাহরণ সবসময় স্থান পেয়েছে (Gupta 12)।

তিনি কখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। কয়েক বছর গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা করলেও শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ বা যুক্তিবিদ্যা তাঁর মন টানেনি। বরং তিনি নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষার আসল সম্পদ মনে করতেন। কথামৃত-এ তিনি নিজেই বলেছেন— “শাস্ত্র পড়ে কি হবে? যা আছে তা পড়তে পড়তেই জীবন ফুরিয়ে যাবে। আসল জিনিস হল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার।” (Kathamrita, Vol. 1, p. 47) এখানে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকে বোঝেননি; বরং আত্মপ্রকাশ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তিনি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনেছিলেন। অন্যদিকে, ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য চিন্তার বিস্তারকে তিনি একেবারে অস্বীকারও করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল— “যা সত্য, তা-ই ধর্ম। বিভিন্ন মত, কিন্তু উদ্দেশ্য এক।” (Kathamrita, Vol. 2, p. 89)। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভেদাভেদ নয়, বরং সত্যকে উপলব্ধি করা এবং মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য — ভক্তি ও আত্মপ্রকাশ : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ভক্তি। তাঁর মতে শিক্ষা মানে কেবল তথ্য বা বিদ্যা নয়, বরং আত্মার জাগরণ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। কথামৃত-এ আমরা দেখতে পাই তিনি বারবার এই কথাই বলেছেন— “শিক্ষা কি হবে, যদি ভগবানের ভক্তি না হয়? বিদ্যা হলে অহঙ্কার বাড়ে, ভক্তি হলে নম্রতা আসে।” (Kathamrita, Vol. 1, p. 42) এখান থেকে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মেধাবিকাশ নয়, বরং চরিত্রগঠন ও ভক্তির মাধ্যমে মানুষের অন্তরের শুদ্ধি।

ভক্তি : শিক্ষার প্রাণ : রামকৃষ্ণ ভক্তিকে শিক্ষার প্রাণ বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে ভক্তি মানে কেবল প্রার্থনা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তিনি বলেন— “ভগবানের জন্য অশ্রু বরানোই আসল শিক্ষা” (Kathamrita, Vol. 2, p. 56)। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে, যেখানে জ্ঞান অহংকারের সৃষ্টি করবে না; বরং ভক্তি মানুষকে নম্র, সহানুভূতিশীল ও সত্যনিষ্ঠ করে তুলবে।

আত্মপ্রকাশ ও উপলব্ধির শিক্ষা : রামকৃষ্ণ জ্ঞানকে কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যিকারের শিক্ষা হল আত্মপ্রকাশ। তিনি বলতেন— “শাস্ত্র পড়ে কি হবে? চোখের সামনে ভগবানকে দেখা চাই”

(Kathamrita, Vol. 1, p. 47)। এখানে তাঁর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার ধারণা স্পষ্ট। এক্ষেত্রে আমরা তাঁকে আধুনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই (John Dewey)-এর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ডিউই যেমন বলেছিলেন - “Education is life itself,” রামকৃষ্ণও শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন।

শিক্ষার সহজতা ও সরলতা : শিক্ষাকে কঠিন করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না রামকৃষ্ণ। তাঁর বক্তব্য ছিল— “যেমন মা ছেলেকে সহজে খাওয়ায়, তেমনি শিক্ষা সহজ হতে হবে” (Kathamrita, Vol. 3, p. 102)। তিনি শিক্ষাকে জটিল দার্শনিক আলোচনার পরিবর্তে সহজ উদাহরণ, গল্প, উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ফলে সাধারণ মানুষও তাঁর শিক্ষা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বরানুভবই শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, কথামৃতের বহু স্থানে রামকৃষ্ণ বলেছেন যে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ঈশ্বরানুভব। “ঈশ্বর দর্শন না হলে বিদ্যা বৃথা” (Kathamrita, Vol. 4, p. 78)। অর্থাৎ বিদ্যা মানুষকে যদি কেবল জ্ঞানী করে তোলে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না দেয়, তবে তা অসম্পূর্ণ।

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠন : শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে রামকৃষ্ণ চরিত্রগঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা মানে মানুষের নৈতিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

সত্য ও সত্যতার শিক্ষা : তিনি বলতেন— “সত্য ছাড়া কিছুই স্থায়ী নয়” (Kathamrita, Vol. 1, p. 112)। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল শিক্ষার ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেখানে সত্য ও ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি ধরা হত।

নম্রতা ও বিনয় : শিক্ষার মাধ্যমে অহংকার দূর করা জরুরি। কথামৃত-এ এক স্থানে তিনি বলেছেন— “যত বড় বিদ্যা, তত বড় নম্রতা চাই” (Kathamrita, Vol. 2, p. 134)। এখানে স্পষ্ট, তিনি বিদ্যাকে অহংকারের উপায় হিসেবে দেখেননি; বরং প্রকৃত শিক্ষা হল বিনয় ও মানবিকতা অর্জন।

নৈতিকতা ও আত্মসংযম : তিনি শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে শিক্ষা মানে কেবল মস্তিষ্কের উন্নতি নয়, চরিত্রের উন্নতিও। “অহিংসা, দয়া, সত্য, সংযম— এইগুলোই শিক্ষার আসল ফল” (Kathamrita, Vol. 3, p. 210)।

শিক্ষা ও মানবিকতা : রামকৃষ্ণের কাছে শিক্ষা মানে মানুষের হৃদয়ে দয়ার উদ্বেক। তিনি জীবের ঈশ্বরকে দেখতে শিখিয়েছিলেন। “জীবের দয়া করাই আসল ধর্ম” (Kathamrita, Vol. 3, p. 112)। শিক্ষা যদি মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, দয়া ও প্রেম না জাগায় তবে তা অর্থহীন। এখান থেকে বোঝা যায়, রামকৃষ্ণ শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানার্জন হিসেবে দেখেননি; বরং ভক্তি, চরিত্রগঠন, নৈতিকতা ও ঈশ্বরানুভবকে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে দেখেছেন। তাঁর শিক্ষা ছিল জীবনমুখী, মানবিক ও সহজবোধ্য।

শিক্ষা ও সমাজসেবা : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শিক্ষাকে কখনোই কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজকল্যাণ এবং মানুষের প্রতি প্রেম। তিনি বহুবার বলেছেন— “জীবের দয়া করাই আসল ধর্ম; জীবের দয়া মানে নারায়ণ সেবা” (Kathamrita, Vol. 3, p. 112)।

সমাজসেবার দর্শন : রামকৃষ্ণ সমাজসেবাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। তিনি বলতেন - মানুষ যখন পড়াশোনা করে, জ্ঞান অর্জন করে, তখন সেই জ্ঞানের প্রকৃত প্রয়োগ ঘটবে সমাজের কল্যাণে। যেমন - কথামৃত-এ তিনি শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন— “যদি ভগবানের ভক্তি থাকে তবে মানুষের দুঃখ দেখলে আর চুপ করে থাকা যায় না” (Kathamrita, Vol. 2, p. 145)। এখানে তিনি শিক্ষাকে মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শিক্ষা শুধু আত্মকেন্দ্রিক হলে তা অর্থহীন; মানুষের কষ্ট দূর করা, সমাজে দয়া ও করুণা ছড়ানোই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা।

কর্মই পূজা : রামকৃষ্ণের শিক্ষাদর্শে ‘কর্মই পূজা’। তিনি বলেছেন— “গৃহে স্ত্রী-সন্তানকে দেখাশোনা করা, রোগীর সেবা করা—সবই ভগবানের পূজা” (Kathamrita, Vol. 4, p. 89)। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি শিক্ষার মাধ্যমে কর্মকে আধ্যাত্মিকতা ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইতেন।

শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ব : রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা আজকের “value education”-এর সঙ্গে মেলে যায়। তাঁর শিক্ষা মানুষকে শুধু জ্ঞানী করে তোলে না, বরং সামাজিক দায়িত্বশীল নাগরিক বানায়। কথামৃতের এক স্থানে তিনি বলেছেন— “যে শিক্ষা মানুষের দুঃখ ভাগ করতে শেখায় না, সে শিক্ষা বৃথা” (Kathamrita, Vol. 5, p. 73)। এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী এবং পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবেকানন্দ তো সরাসরি বলেছিলেন— “Daridra Narayan seva” — যা রামকৃষ্ণের শিক্ষা থেকেই প্রেরণা পেয়েছিল।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্য : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সাধনা করেছিলেন এবং প্রত্যেকটিতেই ঈশ্বরানুভব লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন— “যত মত, তত পথ” (Kathamrita, Vol. 1, p. 159)।

ভিন্ন ধর্মে এক সত্য : রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন, বিভিন্ন ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান আলাদা হলেও মূল লক্ষ্য এক— ঈশ্বর উপলব্ধি। তিনি বলতেন— “সব নদী সাগরে গিয়ে মিশে; সব ধর্মই ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়” (Kathamrita, Vol. 2, p. 201)। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য শিক্ষা দেয়, শিক্ষার মাধ্যমে ভেদাভেদ দূর করতে হবে, এবং ভিন্নমতের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতে হবে।

সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ : কথামৃত-এ দেখা যায়, রামকৃষ্ণের আশ্রমে হিন্দু-ব্রাহ্মণ, মুসলমান, খ্রিস্টান— সবাই আসতেন এবং তিনি সমানভাবে সকলকে গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন— “ভেদবুদ্ধি অজ্ঞতার লক্ষণ; জ্ঞান হলে ভেদ থাকে না” (Kathamrita, Vol. 3, p. 178)। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এই ভেদবুদ্ধি দূর করতে হবে। এখানে আমরা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম নীতি “inclusive education”-এর সঙ্গে এক ধরনের সাযুজ্য পাই।

ধর্মীয় সাম্যের শিক্ষা : তিনি একবার বলেছিলেন— “শিব জ্ঞানেই জীব সেবা” (Kathamrita, Vol. 4, p. 134)। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা— এই হল আসল শিক্ষা। ধর্মীয় সাম্যের শিক্ষা কেবল কাগজে কলমে নয়, বরং মানবিক আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি - গল্প, উপমা ও অভিজ্ঞতা : শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের বিশেষত্ব ছিল তাঁর সহজবোধ্য উপস্থাপনা। তিনি জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে সাধারণ গল্প, উপমা ও দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝাতেন।

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা : তিনি প্রায়ই ছোট গল্প ব্যবহার করতেন। যেমন— “এক সাধু কলসে তেল রাখতে গেলেন। কিন্তু কলসে ছিল একটু দই। তেল ঢালতেই দইয়ের সঙ্গে মিশে গেল। তেমনি, হৃদয়ে যদি দোষ থাকে তবে ভক্তিও বিশুদ্ধ হয় না” (Kathamrita, Vol. 1, p. 92)। এই গল্পে শিক্ষা হলো হৃদয়কে শুদ্ধ করা ছাড়া ভক্তি বা জ্ঞান শুদ্ধ হতে পারে না।

উপমার ব্যবহার : তিনি মাছ ও জলের উপমা, নদী ও সাগরের উপমা, আলো ও প্রদীপের উপমা দিয়ে জটিল বিষয় সহজভাবে বুঝিয়েছেন। যেমন— “জল ছাড়া মাছ থাকতে পারে না; তেমনি ভগবান ছাড়া মন থাকতে পারে না” (Kathamrita, Vol. 2, p. 234)। এইভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের বোঝাতেন যে ঈশ্বরচেতনা মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা : তিনি সবসময় বলতেন— “শুধু বই পড়ে হবে না; অভিজ্ঞতা চাই” (Kathamrita, Vol. 1, p. 47)। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার এই দর্শন আধুনিক শিক্ষাবিদদের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অংশে আমরা দেখলাম, রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা কেবল আধ্যাত্মিক ভক্তি নয়; বরং সমাজসেবা, মানবিকতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সহজবোধ্য শিক্ষাদান-

পদ্ধতির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদর্শ আজকের শিক্ষাতত্ত্বে ‘value education’, ‘inclusive education’ এবং ‘experiential learning’-এর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ।

নারী ও শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাচিন্তায় নারী সম্পর্কিত একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। উনিশ শতকের সমাজে যেখানে নারীদের শিক্ষা নিয়ে নানা রকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, সেখানে রামকৃষ্ণের বক্তব্য ছিল যথেষ্ট প্রগতিশীল।

নারীকে মাতৃরূপে দেখা : রামকৃষ্ণ নারীকে সর্বপ্রথম মাতৃরূপে দেখেছেন। তিনি বলতেন— “যে নারী-পুরুষের মধ্যে মাতৃরূপ দেখিতে পারিল, সে ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত” (Kathamrita, Vol. 2, p. 154)। এই ভাবনায় তিনি নারীকে কেবল সংসারকেন্দ্রিক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও শিক্ষালাভের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করেছেন।

সারদা দেবীর শিক্ষাদর্শ : রামকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীকে আধ্যাত্মিক শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মা সারদা ছিলেন সরল, নিরঙ্কর গ্রামীণ নারী; কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যেই দেখেছিলেন অসীম জ্ঞান ও শক্তি। তিনি বলতেন— “সারদা হলো আমার শক্তির আধার” (Gupta, Kathamrita, Vol. 4, p. 211)। সারদা দেবীর জীবন থেকেই আমরা বুঝতে পারি, নারীদের শিক্ষা কেবল বইপড়া নয়, বরং আত্মশক্তি ও মূল্যবোধের বিকাশ।

নারীদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় উৎসাহ : কথামৃত-এ পাওয়া যায়, রামকৃষ্ণ বহুবার নারীদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁদের ধর্মচর্চায় উৎসাহিত করতেন। “যদি নারীরা ভগবানের নাম করে, তবে তারাও মুক্তি পাবে; মুক্তির অধিকার পুরুষ-নারী সমান” (Kathamrita, Vol. 3, p. 245)। এখানে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ মানেননি। তাঁর দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে শিক্ষালাভের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ্য।

প্রগতিশীল বার্তা : এই ভাবনা নারীদের শিক্ষায় সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অগ্রগামী ভূমিকা রাখে। আধুনিক নারী-শিক্ষার আন্দোলন, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে, রামকৃষ্ণের এই শিক্ষাদর্শ থেকেই প্রেরণা লাভ করে।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হলেও আজকের যুগেও তার প্রাসঙ্গিকতা অল্লাস।

Value Education : আজকের শিক্ষানীতিতে ‘value education’ বা মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রামকৃষ্ণ বহু আগে বলেছিলেন— “শিক্ষা মানুষকে সত্য, প্রেম ও দয়ার পথে নিয়ে যাক— এটাই আসল শিক্ষা” (Kathamrita, Vol. 5, p. 56)। এখানে দেখা যায়, তিনি শিক্ষাকে নৈতিকতা ও মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

Inclusive Education : আধুনিক কালে ‘inclusive education’-এর মাধ্যমে ভিন্ন ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা শারীরিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষার আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। রামকৃষ্ণের ‘যত মত, তত পথ’ নীতি এ ক্ষেত্রে এক মৌলিক ভিত্তি। এটি আমাদের শেখায় যে, শিক্ষায় বৈচিত্র্য ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

Experiential Learning : রামকৃষ্ণ বলতেন— “শুধু বই পড়ে হবে না; নিজে না বুঝলে, না অনুভব করলে শিক্ষা বৃথা” (Kathamrita, Vol. 1, p. 47)। এটি আজকের ‘experiential learning’ ধারণার সঙ্গেই মিলে যায়। আধুনিক শিক্ষাবিদরাও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছেন।

Life-Oriented Education : রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তায় জীবনকেন্দ্রিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজসেবা ও দৈনন্দিন জীবনকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও ‘life skills education’-এর গুরুত্ব বেড়েছে, যা রামকৃষ্ণের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাচিন্তা কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ মানবিক শিক্ষার এক অমূল্য দৃষ্টান্ত। তাঁর শিক্ষায় আমরা পাই—

- আধ্যাত্মিক সাধনা ও ভক্তির পথ
- সমাজসেবা ও কর্মের পূজা
- ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্য
- নারী-পুরুষের সমানাধিকার
- সহজবোধ্য গল্প ও উপমার মাধ্যমে শিক্ষা
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার মূল্য

রামকৃষ্ণ শিক্ষাকে জীবনমুখী, মূল্যবোধনির্ভর এবং মানবিক করে তুলেছিলেন। তাঁর এই শিক্ষাদর্শ আজকের শিক্ষা-নীতির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা কেবল উনিশ শতকের ভারত নয়, আজকের বৈশ্বিক সমাজেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাচিন্তা উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে উচ্চারিত হলেও তার মূল্য আজকের বৈশ্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। শুধুমাত্র পেশাগত দক্ষতা নয়, নৈতিক মূল্যবোধ, সহিষ্ণুতা, মানবিকতা এবং আত্মোন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রামকৃষ্ণের ভাবনা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে এক আশ্চর্য সাযুজ্য তৈরি করে।

১. Value Education (মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা) : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় Value Education-এর গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। UNESCO সহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা জোর দিচ্ছে শিক্ষা যেন কেবল কর্মসংস্থানের মাধ্যম না হয়, বরং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। রামকৃষ্ণ বহু আগে বলেছেন— “শিক্ষা যদি মানুষকে সত্য, প্রেম ও দয়ার পথে না নিয়ে যায়, তবে সেই শিক্ষা বৃথা” (Kathamrita, Vol. 5, p. 56)। এখান থেকে বোঝা যায়, তাঁর শিক্ষা কেবল তথ্যগত নয়, বরং মানুষের অন্তর্গত মানবিক সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। আধুনিক সমাজে যেখানে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, সেখানে রামকৃষ্ণের শিক্ষা Value Education-এর জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি।

২. Inclusive Education (অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা) : আধুনিক শিক্ষা আজ বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার পথে অগ্রসর হয়েছে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়াই এখন শিক্ষার মূলনীতি। রামকৃষ্ণের “যত মত, তত পথ” নীতি (Kathamrita, Vol. 2, p. 142) এই Inclusive Education-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন যে, প্রতিটি মানুষই ভিন্ন পথে ভগবানকে খুঁজে পায়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের নিজস্বতা এবং ভিন্নতাকে সম্মান করতে হবে। আজকের ‘inclusive pedagogy’ সেই নীতিকেই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে।

৩. Experiential Learning (অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা) : বর্তমানকালে শিক্ষাবিদরা জোর দিচ্ছেন ‘learning by doing’ বা ‘অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা’-র উপর। জন ডিউই, পিয়াজে, ভিগোৎস্কি প্রমুখ শিক্ষাতাত্ত্বিকরা এই পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। রামকৃষ্ণও একই কথা বলেছিলেন— “শাস্ত্র পড়ে কি হবে? চোখের সামনে ভগবানকে দেখা চাই” (Kathamrita,

Vol. 1, p. 47)। এখানে দেখা যায়, তিনি বইয়ের পাতা থেকে নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর উদাহরণভিত্তিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি Experiential Learning-এর এক নিখুঁত রূপ।

8. Life Skills Education (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা) : আধুনিক শিক্ষায় ‘life skills education’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু তথ্য নয়, বরং সমস্যা সমাধান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দলগত কাজ, সহানুভূতি ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। রামকৃষ্ণের শিক্ষায়ও আমরা এ রকম জীবনমুখী ভাবনা পাই। তিনি বলতেন— “জীবে দয়া করাই আসল ধর্ম” (Kathamrita, Vol. 3, p. 112)। অর্থাৎ শিক্ষা যদি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও মানবিকতা না জাগায় তবে তা অর্থহীন। আজকের জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা ঠিক এই দিকগুলোকেই বিকশিত করতে চায়।

৫. Religious Tolerance and Pluralism (ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদ) : বর্তমান বৈশ্বিক সমাজে ধর্মীয় সংঘাত, সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা একটি বড় সমস্যা। শিক্ষা আজ সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দিচ্ছে। রামকৃষ্ণ এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রগামী। তিনি বলেছিলেন— “সব ধর্মই ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, যেমন নদী সব সাগরে মিশে যায়” (Kathamrita, Vol. 4, p. 89)। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষার (multicultural education) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

৬. Holistic Development (সমগ্র উন্নয়ন) : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক—সব দিক থেকেই শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশের উপর জোর দেয়। রামকৃষ্ণও শিক্ষাকে সমগ্র উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা মানে মাথায় জ্ঞান ভরা নয়, বরং হৃদয় ও আত্মার বিকাশ ঘটানো।

৭. Gender Equality in Education (শিক্ষায় লিঙ্গসমতা) : আজকের দিনে নারীশিক্ষার প্রসারে জোর দেওয়া হচ্ছে। রামকৃষ্ণ নারীদের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— “পুরুষ-নারী সমান; উভয়েরই ভগবান প্রাপ্তির অধিকার আছে” (Kathamrita, Vol. 3, p. 245)। এই ভাবনা আধুনিক gender-inclusive শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৮. Contemporary Relevance (আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা) : আজকের দিনে শিক্ষা যখন প্রায়শই কেবল প্রতিযোগিতামূলক ও কর্মসংস্থানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রামকৃষ্ণের শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত শিক্ষা হল—

- নৈতিকতা অর্জন
- মানবিক গুণাবলী চর্চা
- সমাজসেবার অনুশীলন
- আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধি

তাঁর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল চাকরির যোগ্য করে তোলে না, বরং ভালো মানুষে রূপান্তরিত করার পথ দেখায়। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা আধুনিক শিক্ষার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে আশ্চর্যরকমভাবে মিলে যায়— Value Education, Inclusive Education, Experiential Learning, Life Skills Education, Multicultural Education, Gender Equality ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর শিক্ষা কেবল অতীতের এক আধ্যাত্মিক সাধকের ভাবনা নয়, বরং আজকের বিশ্বায়িত শিক্ষানীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

Case Study — রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেবের দর্শনকে ভিত্তি করে এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি গড়ে তুলেছিলেন, যা আজও রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর চিন্তাকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার একটি অনন্য উদাহরণ।

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা : রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল ও কলেজগুলোতে নিয়মিত প্রার্থনা, যোগ, ভজন এবং নৈতিক গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গঠনে জোর দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ভালো রেজাল্ট নয়, বরং ভালো মানুষ তৈরি করা। উদাহরণ - বেলুড় মঠের বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিটি ছাত্রকে “Truthfulness, Self-control, Service, Faith in God” — এই চারটি নীতি অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় (Mukherjee 87)।

২. সেবা ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা : রামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল - “জীবে দয়া করাই আসল ধর্ম” (Kathamrita, Vol. 3, p. 112)। এই নীতি মিশনের শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ: রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের সমাজসেবা, বন্যাভ্রাণ, স্বাস্থ্য শিবির ও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এর ফলে তারা শুধু বইপড়া নয়, সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্ববোধও শিখে।

৩. বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় : রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। এটি রামকৃষ্ণের সেই ভাবনারই বাস্তব প্রয়োগ, যেখানে তিনি বলেছিলেন— “বিদ্যা হলে অহংকার বাড়ে, ভক্তি হলে নম্রতা আসে” (Kathamrita, Vol. 1, p. 42)।

৪. নারীশিক্ষার প্রসার : রামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর চিন্তা অনুসারে আজ রামকৃষ্ণ মিশনের বহু নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন— সারদা মঠের কলেজ ও স্কুল) সক্রিয়ভাবে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে নারীরা কেবল শিক্ষিতই হচ্ছেন না, বরং স্বাবলম্বী ও সমাজসেবায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

৫. বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য : রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের শিক্ষার্থী সমান সম্মান পায়। এটি রামকৃষ্ণের “যত মত, তত পথ” ভাবনার বাস্তব রূপ। এই কেস স্টাডি থেকে স্পষ্ট যে, রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা আজও জীবন্ত এবং কার্যকর। রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর মূল্যবোধ, ভক্তি, নৈতিকতা ও সমাজসেবার ভাবনাকে যুক্ত করে এক অনন্য শিক্ষামডেল তৈরি করেছে। ফলে তাঁর চিন্তা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তবায়িত একটি শিক্ষা-দর্শন, যা আগামী দিনের শিক্ষাব্যবস্থার জন্যও দিশারী।

উপসংহার : শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষাচিন্তা এক বহুমাত্রিক দিক নির্দেশনা, যা কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নয়, বরং সমাজ ও মানবতার পূর্ণাঙ্গ উন্নতির উপায়। তিনি শিক্ষাকে কখনো শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন হিসেবে দেখেননি; বরং ভক্তি, নৈতিকতা, সমাজসেবা, সহিষ্ণুতা, মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়— শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে তাকে ভগবানের নিকটে নিয়ে যাবে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকার তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক বা লিঙ্গভিত্তিক কোনো প্রাচীরকে স্বীকৃতি দেননি। কথামৃত-এ আমরা দেখি, তিনি সহজ গল্প, উপমা ও জীবন্ত উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলেছিলেন। আজকের দিনে যখন শিক্ষা ক্রমশ পেশাভিত্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে, তখন রামকৃষ্ণের জীবনঘনিষ্ঠ ও মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষাচিন্তা আমাদের জন্য এক অমূল্য দিকনির্দেশ।

তাঁর শিক্ষা আধুনিক ‘value education’, ‘inclusive education’, এবং ‘experiential learning’-এর সঙ্গে আশ্চর্যরকমভাবে মিলে যায়। তাই বলা যায়, রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা উনিশ শতকের সীমা অতিক্রম করে আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং আগামী প্রজন্মের শিক্ষা ও সমাজ গঠনের জন্য এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা।

Reference:

- Gupta, Mahendranath. Sri Sri Ramakrishna Kathamrta. Vols. 1–5, Calcutta: Kathamrita Bhavan, 1897–1932
Mukherjee, R. K. The Great Master: Life of Sri Ramakrishna. Advaita Ashrama, 1942

Neevel, Walter G. "Religious Syncretism and the Comparative Study of Religions: The Case of Ramakrishna." *History of Religions*, vol. 13, no. 4, 1974, pp. 301–327

Rolland, Romain. *The Life of Ramakrishna*. New York: The Macmillan Company, 1929

Sen, Amiya P. *Three Essays on Sri Ramakrishna and His Times*. Oxford University Press, 1993

Swami Nikhilananda. *Ramakrishna: Prophet of New India*. Ramakrishna-Vivekananda Center, 1942

Sil, Narasingha P. *Ramakrishna Revisited: A New Biography*. Lanham: University Press of America, 1998

Clarke, Sathianathan. *Dalits and Christianity: Subaltern Religion and Liberation Theology in India*. Oxford University Press, 1998